সুইং মেশিন

চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

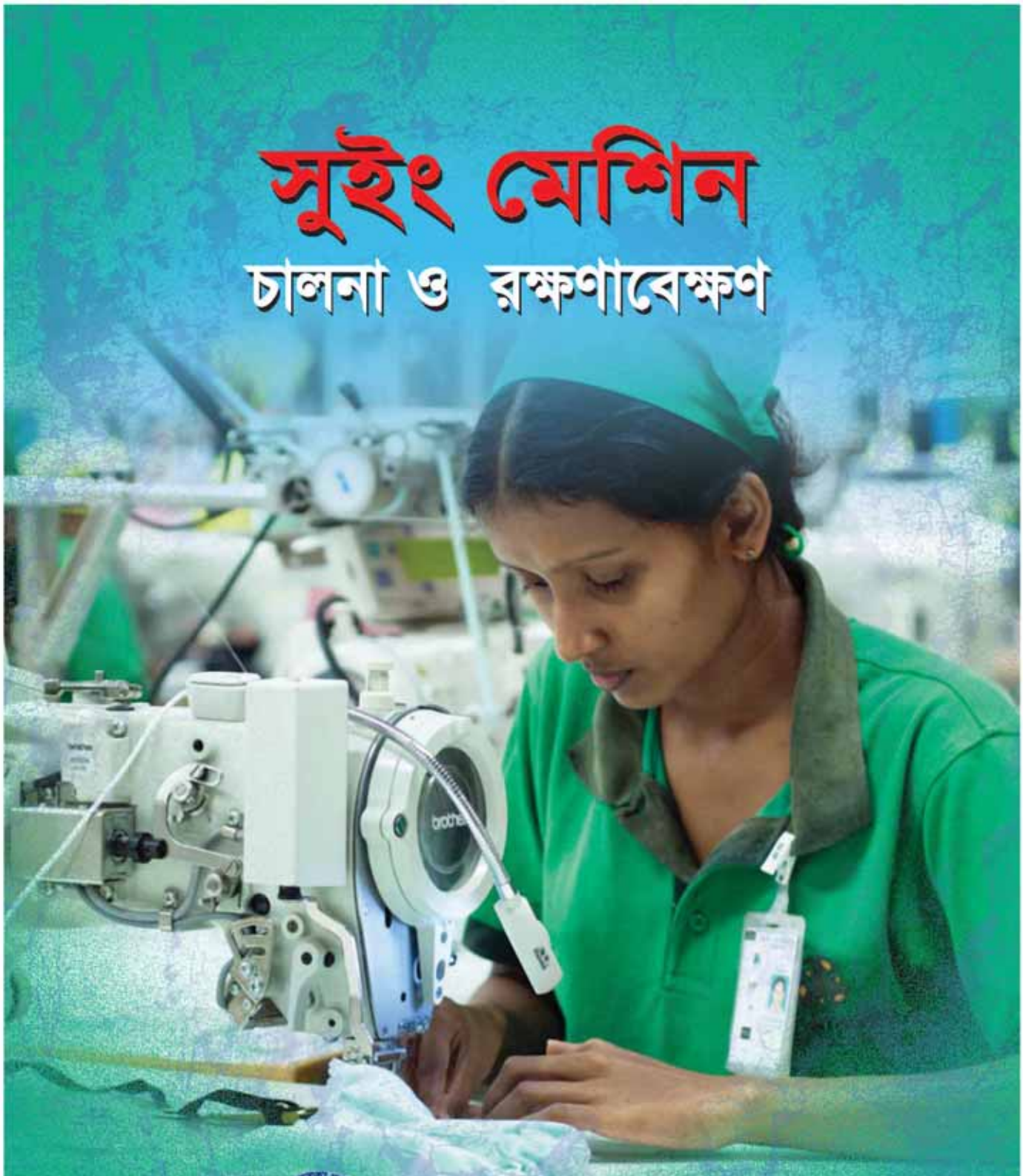

গণসাক্ষরতা অভিযান

দক্ষতাভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ

প্রকাশক
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭

উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা পরিচালনা
প্রাথমিক সম্পাদনা ও সমন্বয়
তপন কুমার দাশ
আবু রেজা

প্রকাশকাল
জুন ২০১৫

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
মোজাফ্ফর হোসেন

অক্ষর বিন্যাস
মোকছেদুর রহমান জুয়েল

মুদ্রণ
এভারগ্রীন প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে প্রকাশিত

সুইং মেশিন
চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

উপকরণ উন্নয়ন

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ
টীফ্ ইনস্ট্রাক্টর (গার্মেন্টস)
শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

তানুজা আকন্দর
নির্বাহী প্রকাশক, পাঠসূত্র

জি. এম. আনোয়ার হোসেন
সহকারী পরিচালক, টিএমএসএস

মোঃ আবদুল হামিদ
সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

কারিগরি সম্পাদনা

মোঃ আজমল হোসেন
ইনস্ট্রাক্টর, বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ভাষা সম্পাদনা

অধ্যাপক শফিউল আলম
সাবেক পরিচালক, ব্যানবেইস

জেন্ডার সংবেদনশীলতা পর্যালোচনা

ফওজিয়া খোন্দকার
জেন্ডার এডভাইজার, পিআরপি, ইউএনডিপি

গণসাক্ষরতা অভিযান

সূচিপত্র

- গার্মেন্টস শিল্পে কাজের সুযোগ ৩
- সুইং মেশিন পরিচিতি ৪
- সুইং মেশিনের প্রকারভেদ ৬
- সুইং মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের নাম ও কাজ ৮
- গার্মেন্টস কারখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রকম নিড্‌ল ৯
- সুইং মেশিন অপারেটরের প্রতিদিনের করণীয় ১০
- সেলাই ও পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা ১১
- সুইং মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ ১২
- নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ১৩
- গার্মেন্টস শিল্পে বহুল ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ ১৫

গার্মেন্টস শিল্পে কাজের সুযোগ

বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বিভিন্ন দেশে অনেক পোশাক রপ্তানি হয়। এদেশে প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস শিল্পে এসব পোশাক তৈরি হয়। এদেশে প্রায় পাঁচ হাজার গার্মেন্টস কারখানা আছে। এসব কারখানায় প্রায় চল্লিশ লাখ কর্মী কাজ করেন। এসব কর্মীর মধ্যে প্রায় পঁয়ত্রিশ লাখই নারী কর্মী।

গার্মেন্টস মালিকদের কাছ থেকে জানা গেছে, সারা দেশে গার্মেন্টস কারখানায় প্রতি মাসে ত্রিশ হাজার নতুন কর্মী প্রয়োজন। অর্থাৎ দেশে প্রতি বছর তিন লক্ষ ষাট হাজার নতুন কর্মীর চাহিদা রয়েছে। গার্মেন্টস-এ একজন কর্মী প্রতি মাসে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা বেতনে কাজ শুরু করেন। এরপর প্রতি বছর অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকলে তাদের বেতনও বাড়তে থাকে।

গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের অন্যতম প্রধান কাজ হলো সুইং মেশিন চালানো ও কাপড় সেলাই করে পোশাক তৈরি করা।

সুইং মেশিন পরিচিতি

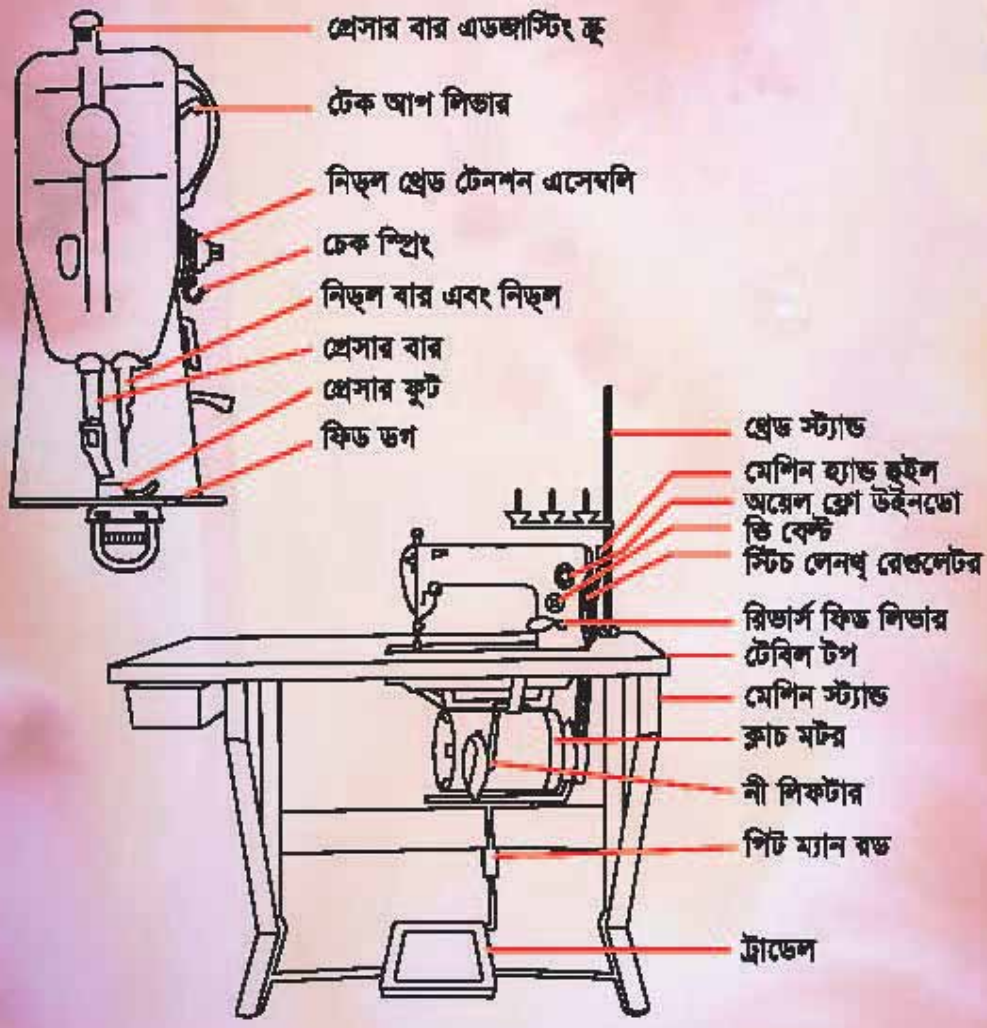

যে মেশিন দিয়ে কাপড় সেলাই করে পোশাক তৈরি করা হয় সেই মেশিনকে সুইং মেশিন বা সেলাই মেশিন বলে। সুইং মেশিন বা সেলাই মেশিন দিয়ে কাপড় ছাড়াও চামড়া, বস্তা, ব্যাগ, তাঁবু ইত্যাদি সেলাই করা হয়। সুইং মেশিন প্রধানত দুই প্রকার-

ক. ম্যানুয়ালি অপারেটেড সুইং মেশিন

খ. ইলেকট্রিক্যালি অপারেটেড সুইং মেশিন

ক. ম্যানুয়ালি অপারেটেড সুইং মেশিন

এ ধরনের মেশিন সাধারণত শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে চালাতে হয়। হাত অথবা পা দিয়ে পুলি ঘুরিয়ে এ সেলাই মেশিনে কাজ করতে হয় বলে এর উৎপাদন ক্ষমতা অনেক কম। এ ধরনের মেশিন সাধারণত বাড়িতে ও দরজির দোকানে ব্যবহৃত হয়।

খ. ইলেকট্রিক্যালি অপারেটেড সুইং মেশিন

এ ধরনের মেশিন বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চালনা করা হয়। এ সব মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই গার্মেন্টস শিল্পে এই মেশিন ব্যবহার করা হয়।

অনেক ধরনের ইলেকট্রিক্যাল সুইং মেশিন গার্মেন্টস-এ ব্যবহার করা হয়। সিঙ্গেল নিড্‌ল লক স্টিচ মেশিন বা প্লেইন মেশিন তার মধ্যে একটি। এই মেশিনে সাধারণত ১টি নিড্‌ল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন মেশিনের সেলাই করার গতি বিভিন্ন রকম হয়। সেলাই-এর গতি বলতে প্রতি মিনিটে মেশিনটি কতটি স্টিচ উৎপন্ন করতে পারে তা বোঝায়। বেশি গতি সম্পন্ন মেশিনে কম সময়ে অনেক সেলাই করা যায়।

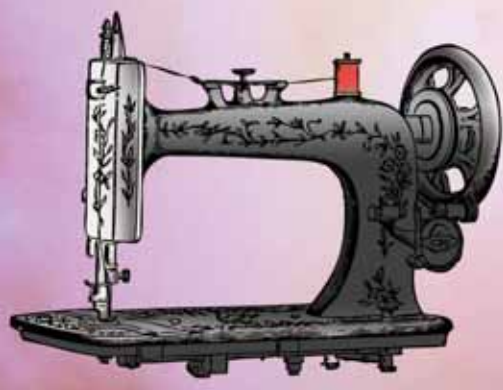

ম্যানুয়ালি অপারেটেড সেলাই মেশিন
বা সাধারণ সেলাই মেশিন

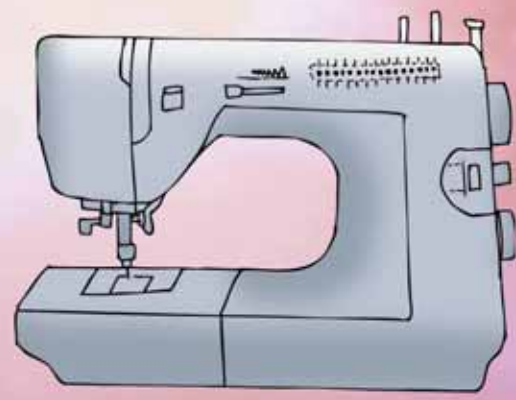

ইলেকট্রিক্যালি অপারেটেড সেলাই মেশিন
বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন

সুইং মেশিনের প্রকারভেদ

একটি গার্মেন্টস কারখানায় বিভিন্ন ধরনের মেশিন থাকে। প্রত্যেকটা মেশিনের কাজ ভিন্ন রকমের। কোনো মেশিন দিয়ে শার্টের কলার লাগানো হয়। কোনোটি দিয়ে শার্টের হাতা সেলাই করা হয়। এমনি করে সাইড সেলাই, হেম সেলাই, শার্টের বোতামের ঘর তৈরি, বোতাম লাগানো ইত্যাদি কাজের জন্য আলাদা আলাদা মেশিন আছে।

সিঙ্গেল নিড্‌ল লক স্টিচ মেশিন

এই মেশিনে পোশাকের বেশির ভাগ সেলাইয়ের কাজ করা হয়। পোশাক শিল্পে এই মেশিনের কাজ ৭০ থেকে ৮০ ভাগ।

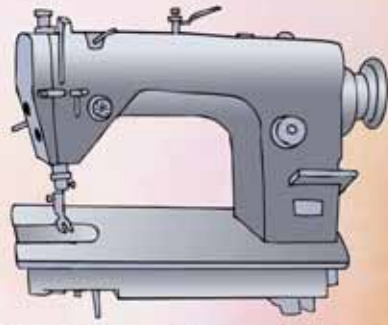

প্লেইন বা সিঙ্গেল নিড্‌ল লক স্টিচ মেশিন

বাটন এটাচ মেশিন

পোশাক শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ মেশিন এটি। এই মেশিনের সাহায্যে পোশাকের বোতাম লাগানো হয়।

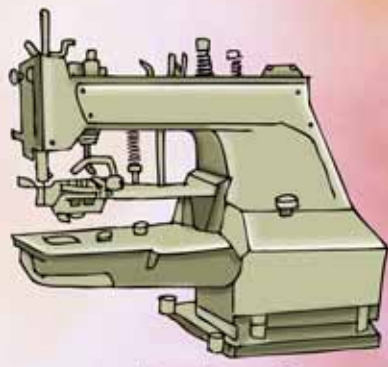

বাটন এটাচ মেশিন

ব্লাইন্ড স্টিচ মেশিন

প্যান্ট ও শার্টের হেম সেলাই করা হয় এই মেশিন দিয়ে। এই মেশিন দিয়ে হেম সেলাই করলে বাইরে থেকে সেলাই দেখা যায় না। এ জন্য এ মেশিনকে ব্লাইন্ড স্টিচ মেশিন বলা হয়।

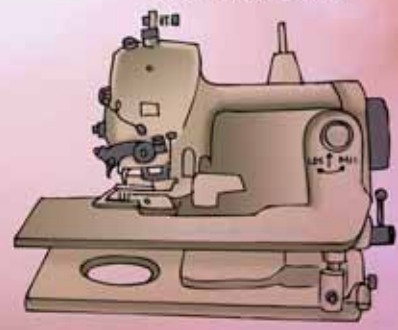

ব্লাইন্ড স্টিচ মেশিন

ওভার লক মেশিন

ওভার লক মেশিন কয়েক প্রকার। যেমন- থ্রি থ্রেড ওভার লক মেশিন, ফোর থ্রেড ওভার লক মেশিন, ফাইভ থ্রেড ওভার লক মেশিন।

এই মেশিন দিয়ে কাপড়ের প্রান্তগুলো দুই পাশ থেকে সেলাই করে দেওয়া হয়। এই মেশিনে নিড্‌ল ও লুপারের সাহায্যে সেলাই করা হয়।

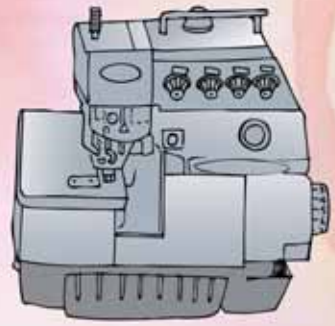

ওভার লক মেশিন

বাটন হোল মেশিন

এই মেশিনে পোশাকের বোতাম ঘর তৈরি করা হয়।

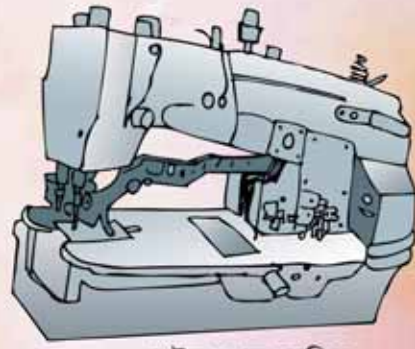

বাটন হোল মেশিন

জিগজ্যাগ মেশিন

এই মেশিনে ডেকোরেটিভ ধরনের সেলাই করা হয়।

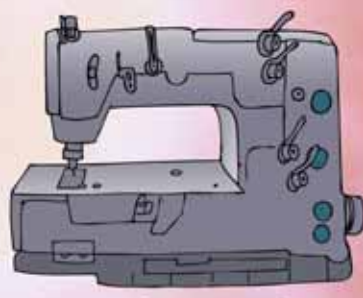

জিগজ্যাগ মেশিন

ফ্ল্যাট লক মেশিন

এই মেশিনে নিটিং (গেঞ্জি) কাপড়ের হেম সেলাই করা হয়।

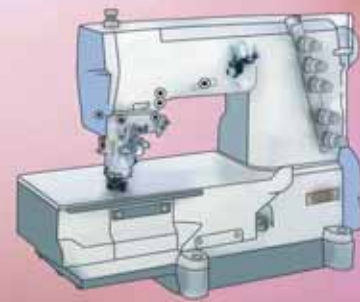

ফ্ল্যাট লক মেশিন

সুইং মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের নাম ও কাজ

একটি সুইং মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ থাকে। এসব যন্ত্রাংশের ভিন্ন ভিন্ন কাজ আছে। একজন গার্মেন্টস কর্মীর এসব সম্পর্কেও কিছুটা জানা প্রয়োজন।

প্রেসার বার এডজাস্টিং স্ক্রু : এই স্ক্রু দিয়ে কাপড় মোটা ও পাতলা হলে এডজাস্ট করতে হয়।

প্রেসার ফুট : সেলাই করার সময় কাপড়কে সঠিকভাবে চাপ দিয়ে রাখে এই যন্ত্রাংশ।

নী লিফটার : প্রেসার ফুট উপরে তোলার জন্য নী ফিল্টার ব্যবহার করতে হয়।

থ্রেড টেনশন এসেম্বলি : এর সাহায্যে থ্রেড বা সুতার টান বা পজিশন ঠিক করতে হবে। যেমন- সুতা লুজ হলে টাইট, টাইট হলে লুজ করতে হয়।

ফিড ডগ : কাপড়কে সঠিকভাবে সামনে নিতে সাহায্য করে ফিড ডগ।

রিভার্স ফিড লিডার : ব্যাক স্টিচ দেওয়ার জন্য এই যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়।

অয়েল ফ্লো উইনডো : এর মাধ্যমে মেশিনে সঠিক পরিমাণ তেল আছে কি না তা দেখা হয়।

স্টিচ লেনথ রেগুলেটর : এর সাহায্যে স্টিচ ঘন ও পাতলা করা হয়।

হ্যান্ড হুইল (পুলি) : মেশিন ঘুরানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

নিড্‌ল : বিভিন্ন রকম সেলাইয়ের জন্য বিভিন্ন রকম নিড্‌ল ব্যবহার করা হয়।

হ্যান্ড হুইল

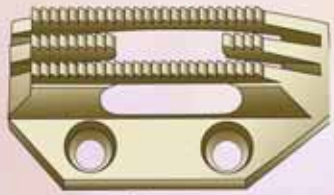
ফিড ডগ

নী লিফটার

প্রেসার বার

প্রেসার ফুট

ভি বেল্ট : মটরের মাধ্যমে মেশিন ঘুরানোর জন্য ভি বেল্ট ব্যবহার করা হয়।

ট্রাডেল : ট্রাডেলে চাপ দিলে মেশিন চলে।

ববিন ও ববিন কেইস : সেলাইয়ের জন্য নিচ থেকে সুতা সরবরাহের কাজে ববিন ও ববিন কেইস ব্যবহার করা হয়।

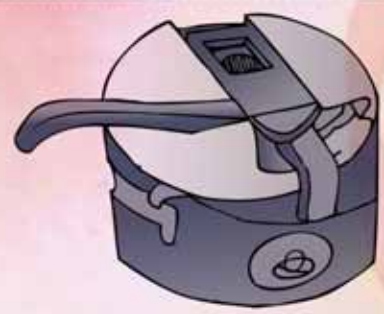

ববিন

ট্রাডেল

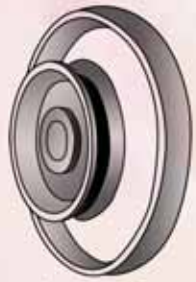

হুইল বা পুলি

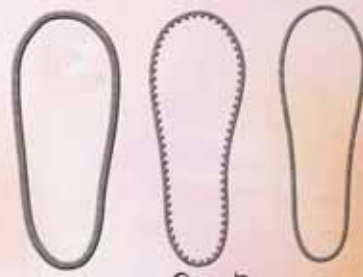

ভি বেল্ট

গার্মেন্টস কারখানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রকম নিড্‌ল

নিড্‌ল বা সুই ছাড়া কোনো সেলাই মেশিন চালানো যাবে না। নিড্‌ল ছাড়া সেলাই হবে না। আর এই বিভিন্ন রকম মেশিন ও সেলাইয়ের সাইজ অনুযায়ী নিড্‌ল বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন- প্লেইন মেশিনে নিচের নম্বর ও সাইজের নিডল ব্যবহার হয়।

যেমন- ডিবি x ১ সাইজ = ৯, ১১, ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ২৪ ইত্যাদি।

একজন অপারেটরের নিড্‌লের বিভিন্ন গ্রুপ ও সাইজ সম্পর্কে জানতে হবে। কীভাবে নিড্‌ল সেট করতে হয় সে বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে।

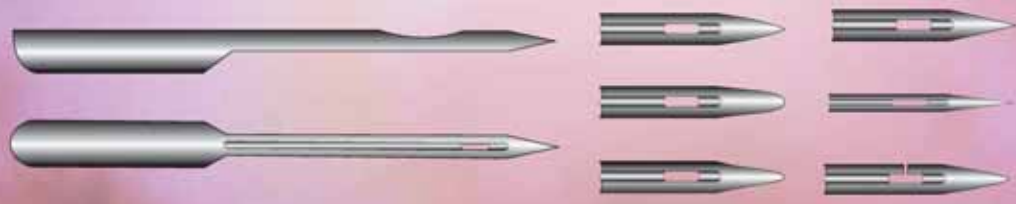

বিভিন্ন রকমের নিড্‌ল

সুইং মেশিন অপারেটরের প্রতিদিনের করণীয়

সুইং মেশিন অপারেটরকে প্রতিদিন অনেকগুলো বিষয় লক্ষ রাখতে হয়। যেমন-

- মেশিনের প্রতি খুবই যত্নশীল হতে হবে।
- কাজ করার আগে মেশিন ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- নিড্‌ল, ববিন ও ববিন কেইস ঠিক আছে কি না দেখতে হবে।
- ইউনিফরম পরিধান করতে হবে।
- মেশিনের চারপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে।
- সুপারভাইজারের নিকট থেকে কাজ ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।
- গুণগত মান ঠিক রেখে সঠিক সময়ে কাজ করতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে আসতে হবে।
- কাজ করার সময় কারো সঙ্গে কথা বলা যাবে না।
- লাইনে কোনো খাবার খাওয়া যাবে না।
- সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে নারী কর্মীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা প্রয়োজন।

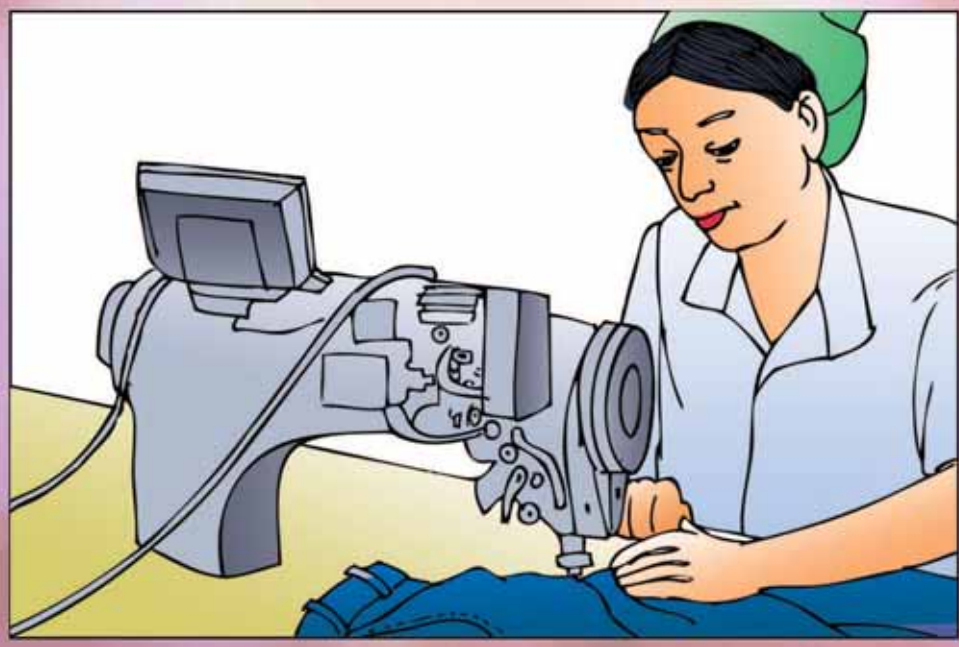

সেলাই ও পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা

একজন অপারেটরের বিভিন্ন রকমের সেলাই ও পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন।

সেলাইয়ের সময় কাপড়ের কতটা পাশ দিয়ে সেলাই করতে হবে সে সম্পর্কে অপারেটরের ধারণা থাকতে হবে। যেমন-

১/৪ সেলাই : ১ ইঞ্চির ৪ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণ কাপড় রেখে সেলাই করা বোঝায়।

১/৮ সেলাই : ১ ইঞ্চির ৮ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণ কাপড় রেখে সেলাই করা বোঝায়।

১/১৬ সেলাই : ১ ইঞ্চির ১৬ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণ কাপড় রেখে সেলাই করা বোঝায়।

১/৩২ সেলাই : ১ ইঞ্চির ৩২ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণ কাপড় রেখে সেলাই করা বোঝায়।

আমাদের দেশে প্রধানত পরিমাপের দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। একটি মেট্রিক পদ্ধতি, আরেকটি ব্রিটিশ পদ্ধতি। মেট্রিক পদ্ধতিতে ১০ মিলিমিটারে ১ সেন্টিমিটার, ২.৫৪ সেন্টিমিটারে ১ ইঞ্চি, ১০০ সেন্টিমিটারে ১ মিটার, ৯১.৪ সেন্টিমিটারে ১ গজ ও ৩৯.৩৭ ইঞ্চিতে ১ মিটার হিসাবে পরিমাপ করা হয়। গার্মেন্টস-এ গজকে ইয়ার্ড বা ওয়াইডি নামে বলা হয়। অপরদিকে ব্রিটিশ পদ্ধতিতে ৮ সুতায় ১ ইঞ্চি, ১২ ইঞ্চিতে ১ ফুট, ৩ ফুটে ১ গজ, ১৮ ইঞ্চিতে ১ হাত, ৩৬ ইঞ্চিতে ১ গজ ও সোয়া দুই ($২^{১}/_{৪}$) ইঞ্চিতে ১ পিরা হয়।

মেজারমেন্ট টেপ ও স্কেল

সুইং মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ

একজন অপারেটরকে সুইং মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু কাজ নিয়মিত করতে হবে। যেমন-

১. মেশিনের ওয়েল বাটন হোলে নিয়মিত তেল দিতে হবে।

২. মেশিনে পরিমাণ মতো তেল আছে কি না দেখতে হবে।

৩. মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের স্ক্রু মাঝে মাঝে চেক করতে হবে।

৪. মেশিনের প্রতিটি পার্টস সচল আছে কি না খেয়াল রাখতে হবে।

৫. থ্রেড আই পয়েন্টগুলোতে জং পরে কি না খেয়াল রাখতে হবে ও মসৃণ করতে হবে।

৬. রোটারি হুকের টাইমিং ঠিক আছে কি না খেয়াল রাখতে হবে।

৭. নিড্‌ল, ববিন ও ববিন কেইস সঠিক আছে কি না খেয়াল করতে হবে।

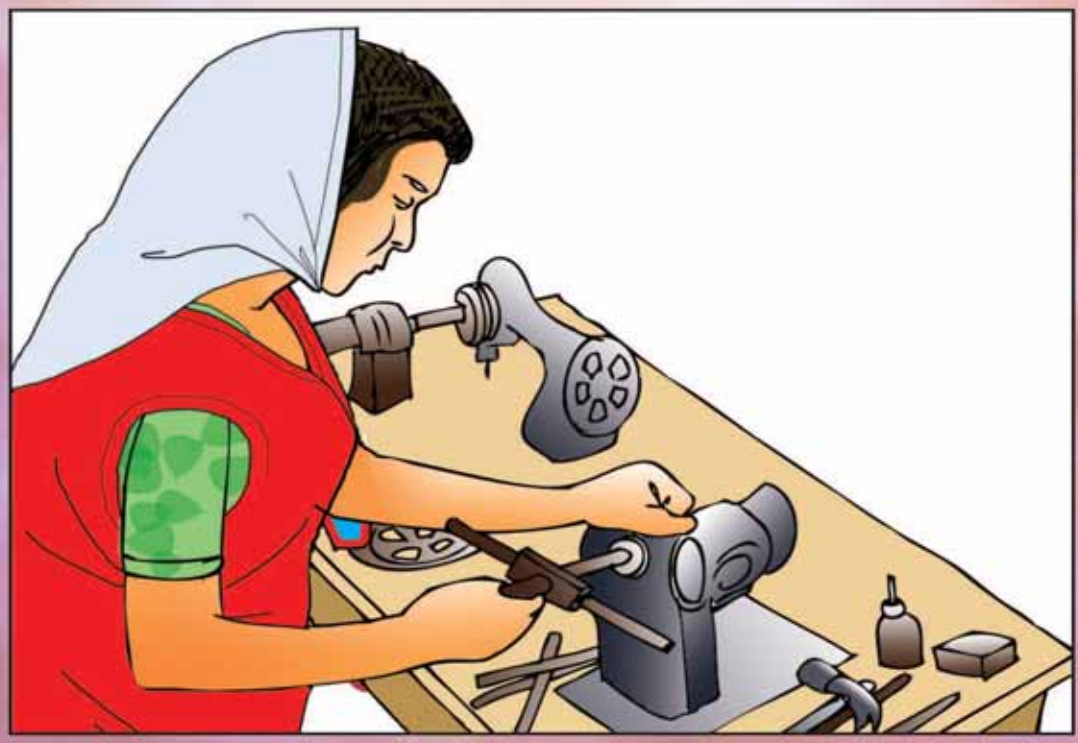

নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা

গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করতে হলে নিজের, চারপাশের এবং মেশিনের নিরাপত্তার বিষয়টি জেনে নিতে হবে। একজন অপারেটরকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। নিজেকে বিভিন্ন মেশিন থেকে নিরাপদ রাখতে হবে। যন্ত্রপাতি ও নিজের কাজের জায়গার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখতে হবে। কাজ করার সময় ইউনিফর্ম, নিড্‌ল গার্ড, নোজ মাস্ক, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা জেনে নিতে হবে। গার্মেন্টস কারখানা থেকে এসব বিষয় জানার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। কর্মীকে এ প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

গার্মেন্টস-এ কাজ করার সময় ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিস

একজন কর্মীকে আরো কিছু নিরাপত্তামূলক নিয়মের দিকে নজর রাখতে হবে। যেমন-

- পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- মেশিনের বিভিন্ন সেফটি সম্পর্কে জানতে হবে।
- ববিন কেইস খোলা ও লাগানোর সময় মেশিন বন্ধ করতে হবে।
- সুইচ অন থাকা অবস্থায় নিড্‌লের নিচে, থ্রেড চেক কভারের ভিতর আঙুল দেওয়া যাবে না।
- মেশিন ত্যাগ করার আগে অবশ্যই মেশিন বন্ধ করতে হবে।
- ঢিলেঢালা পোশাক ও চুল খোলা রাখা অবস্থায় মেশিন চালানো যাবে না।
- ইউনিফর্ম ও সেইফটি গাইড ব্যবহার করতে হবে।
- মেশিনের চারপাশ গুছিয়ে রাখতে হবে।
- বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সঠিক জায়গায় রাখতে হবে।
- মেশিনের শব্দ বেশি হলে সাউন্ড মিটার বা এয়ার প্লাগ ব্যবহার করতে হবে।
- কাজ করার সময় মেশিন ও কাজের প্রতি যত্নশীল হতে হবে।
- কাজ করার সময় কথা বলা ও লাইনে কোনো খাবার খাওয়া যাবে না।
- তবে, কারো সঙ্গে কথা বলতে হলে অবশ্যই নিজের চালু মেশিন আগে বন্ধ করে নিয়ে কথা বলতে হবে।
- অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার শিখতে হবে।
- যে কোনো দুর্ঘটনা মোকাবেলার কৌশল জানতে হবে।

অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র

গার্মেন্টস শিল্পে বহুল ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ

যারা গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করবেন তাদের কাজে দক্ষ হতে হবে। এর সঙ্গে কিছু ইংরেজি শব্দ শিখে নিতে হবে। তাহলে কাজ করাটা সহজ হবে। তাই এই সকল শব্দের সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সম্ভব হলে শব্দগুলো মুখস্থ করতে হবে। এখন গার্মেন্টস শিল্পে ব্যবহৃত কিছু ইংরেজি শব্দ ও অর্থ জানব।

বায়ার	-	ক্রেতা (যারা কেনে)
ফ্রেবিক	-	কাপড়
প্রোডাকশন	-	উৎপাদন
অপারেটর	-	মেশিনচালক
অপারেশন	-	সেলাই কাজ
লাইন লে আউট	-	লাইন সাজানো
বটম	-	নিচের অংশ
টপ	-	উপরের অংশ
ইনপুট	-	ভিতরে দেওয়া (যেখান থেকে কাজ শুরু হয়)
আউটপুট	-	বের হয়ে আসা (কাজ তৈরি হয়ে আসা)
কোয়ালিটি	-	গুণগত মান
কোয়ানটিটি	-	পরিমাণ
টপ স্টিচ	-	উপরের সেলাই

সিম	-	জোড়া দেওয়া
এডজ	-	কিনারা
সেলভিজ	-	কাপড়ের পাড়
রোশিং বা হেম	-	মুড়ি ভাঙা
ইনলে	-	হেমের ভিতরে কাপড় স্থাপন করা
বাটন	-	বোতাম
হোল	-	বোতাম ঘর
বাটন এটাচ	-	বোতাম লাগানো
ফ্রেবিক লে আউট	-	কাপড় বিছানো
মার্কিং	-	আঁকা
সুইং	-	সেলাই
থ্রেড	-	সুতা
সিজার	-	কাঁচি
নিড্‌ল	-	সুঁই
থ্রেড কাটার	-	সুতা কাটার কাঁচি
ফোল্ডিং	-	ভাজ করা
রেশিও	-	হার বা অনুপাত

উপকরণ প্রসঙ্গ

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও অন্যান্য দলিলপত্রে দেশের কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। এজন্য সাক্ষরতাপ্রাপ্ত ও অল্প লেখাপড়া জানা মানুষের অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ দক্ষ ও সফল জনসম্পদে পরিণত হতে পারে।

শিক্ষার্থীদের অব্যাহত শিক্ষাচর্চা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে বর্তমানে নানা প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু কর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের ফলে মানুষ উপকৃতও হচ্ছেন। তবে সকল কর্মজীবী মানুষের পক্ষে সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। তাদের জন্য প্রয়োজন বিকল্প কোনো ব্যবস্থা, যাতে তারা নিজে নিজেই দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। এ চাহিদা বিবেচনা করেই উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে গণসাক্ষরতা অভিযান দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় লেদ মেশিনের গল্পকথা, সুইং মেশিন চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, রাজমিস্ত্রি ও রডমিস্ত্রি : সহজ যে কাজ শিখতে পারি, পাওয়ার টিলার চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে চারটি নির্দিষ্ট দক্ষতাভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ প্রকাশিত হলো। এ চারটি উপকরণের মাধ্যমে সাক্ষরতা কোর্স সমাপনকারী ও ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের পাঠ-অভ্যাস তৈরির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা এসব কাজে তাদের বিদ্যমান দক্ষতাকে শানিত করতে পারবেন। একই সঙ্গে এসব কাজে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা বাজার উপযোগী দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, চাকরির বাজার এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের চাহিদা বিবেচনা করেই বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং এ সম্পর্কিত কাজের ইংরেজি নাম এসব উপকরণে ব্যবহৃত হয়েছে।

শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা আয়োজন ও পরিচালনাসহ উপকরণ উন্নয়নের নানা পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এসব উপকরণ পড়ে ও ব্যবহার করে পাঠক উপকৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে।

আসুন, নিয়মিত বই পড়ি, প্রয়োজন উপযোগী দক্ষতা অর্জন করে নিজে স্বাবলম্বী হই। সকলে মিলে সাক্ষর ও স্বনির্ভর দেশ গড়ে তুলি।

রাশেদা কে. চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক

শুধু দেশে নয়, বিদেশেও সৃষ্টি হচ্ছে গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করার সুযোগ।
তবে, বিদেশে কাজ করার জন্য চাই দক্ষ শ্রমিকের যোগ্যতা অর্জন।
প্রশিক্ষণ নিয়ে যে কোনো মানুষই নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য
হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।